জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৭

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, রবিবার, ১৬ মাঘ ১৪২৩, ২৯ জানুয়ারি ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ,

ছোট্ট সোনামণিরা,

এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৭ উপলক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারি সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০১৭ প্রাপ্তদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে, যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

এবারের শিক্ষা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য 'শিক্ষার আলো জ্বালবো, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ব' সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সুধিবৃন্দ,

শিশুরা আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। শিশুদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরির মূল ভিত্তি হচ্ছে মানসম্মত ও যুগোপযোগী প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে শিক্ষাকে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন ছাত্রবেতন মওকুফ করেন। পুড়িয়ে দেওয়া হাজার হাজার বিধ্বস্ত স্কুল-কলেজ পুনর্নির্মাণ করেন। নতুন নতুন বিদ্যালয় ও কলেজ ভবন নির্মাণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করেন। শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেন।

বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। তিনি ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষকের পদ সরকারিকরণ করেন।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। শিক্ষাঙ্গনে নেমে আসে চরম নৈরাজ্য।

সুধিমন্ডলী,

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর শিক্ষার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এরফলে মাত্র দু'বছরে সাক্ষরতার হার ৪৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৫.৫ শতাংশ। এ অর্জনের স্বীকৃতি হিসাবে বাংলাদেশ 'ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮' লাভ করে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিএনপি-জামাত জোট ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পর সাক্ষরতার হার ৪৪ শতাংশে নেমে আসে।

২০০৯ সালে আমরা জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করি। শিক্ষাখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা আনার স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা ইউনেস্কো 'শান্তিবৃক্ষ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি।

- আমরা একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি এবং তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।
- আমরা ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করি।

- ২০১৭ সালের পয়লা জানুয়ারি প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫টি রঙিন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। গত আট বছরে সর্বমোট প্রায় ২২৫ কোটি ৪৩ লাখ ১ হাজার ১২৮টি বই বিতরণ করা হয়েছে।
- একই দিনে প্রথমবারের মত চাকমা, মারমা, সাদ্রী, গারো ও ত্রিপুরা এই পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ২৪ হাজার ৬৬১ জন শিশুদের মধ্যে তাদের মাতৃভাষায় নিজস্ব বর্ণমালায় আট ধরণের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের মাঝে ব্রেইল পদ্ধতির বই বিতরণ করা হয়েছে।
- বিশ্বে বিনামূল্যে বই বিতরণের এমন নজির নেই।
- প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। ইন্টার-অ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল ভার্সনে রূপান্তরের কাজ চলছে।

সুধিবৃন্দ,

গত আট বছরে বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১ হাজার ৫০০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা ১ লাখ ৪৪ হাজার ৮৭৬ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণের ৪০ বছর পর ২০১৩ সালে আমরা ২৬ হাজার ১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৪৩ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ করেছি।

২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩১ হাজার ১৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮ হাজার ৯২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করা হয়েছে।

২০১৭ সালের মধ্যে আরও ৫০ হাজার বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু করা হবে। ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যে ৪৬ হাজার শিক্ষককে 'আইসিটি ইন এডুকেশন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

দেশব্যাপী সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও এবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করছে। এরফলে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। ২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার ৯৮ দশমিক ৫১ শতাংশ এবং এবতেদায়িতে ৯৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। ঝরেপড়া রোধে ১ কোটি ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ঝরেপড়ার হার হ্রাস পেয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক স্তরে মাসিক ৬০০ টাকা ও মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় শিক্ষার্থীদের খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দিতে 'স্কুল ফিডিং প্রকল্প' নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মোট ৯৩টি উপজেলায় ৩০ লাখ ৫ হাজার ৪০৯ জন শিক্ষার্থীদের পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ করা হচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ, অভিভাবক ও জনগণকে সম্পৃক্ত করে সারাদেশে 'মিড-ডে মিল' কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিদ্যালয় বহির্ভূত, অনগ্রসর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষার জন্য 'সেকেন্ড চান্স এডুকেশন' ও 'আনন্দ স্কুল' চালু রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ জেলায় ইতোমধ্যে ১৯টি আবাসিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ,

আপনারা শিক্ষকতাকে মহান পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। জাতির পিতা বলতেন, ''সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই''। আপনারা হচ্ছেন সেই সোনার মানুষ গড়ার কারিগর। আপনারাই পারেন প্রতিটি শিশুকে মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশপ্রেমিক ও আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে।

আমরা শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও মান উন্নয়নে দেশে-বিদেশে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি।

- শিক্ষকদের জন্য ৬০টি পিটিআইতে ১৮ মাস মেয়াদি ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারী এডুকেশন) কোর্স চালু করা হয়েছে।
- পিটিআইবিহীন ১১টি জেলায় নতুন পিটিআই স্থাপন করা হয়েছে। ৫৫টি পিটিআইতে অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীতকরণসহ সহকারি শিক্ষকদের বেতনস্কেল আপগ্রেড করা হয়েছে।
- শিক্ষক নিয়োগে মেয়েদের জন্য ৬০% কোটা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

- বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় কর্মরত মোট ৫ লাখ ২৭ হাজার ৭৯৮ জন শিক্ষকের মধ্যে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা ৩ লাখ ১৪ হাজার ২৯৯ জন।

ছোট্ট সোনামণিরা,

তোমরা যারা সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জন করেছ পাশাপাশি খেলাধুলা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছ তাদের আমি অভিনন্দন জানাই।

তোমাদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে হবে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ ও সংগ্রামী জীবনের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে হবে।

আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আগামী প্রজন্ম গড়ে তুলতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, নতুন প্রজন্ম বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে ধারণ করে বাংলাদেশকে একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

সুধিবৃন্দ,

পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দিতে হবে। আমরা ২০০৯ সাল থেকে প্রতিবছর বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং ২০১০ সাল থেকে মেয়েদের জন্য বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করছি। বাংলাদেশের মেয়েরা এএফসি অনুর্ধ্ব-১৪ বয়স ভিত্তিক মেয়েদের দক্ষিণ এশিয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'স্টুডেন্টস কাউন্সিল' গঠন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে সমাজে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে, সেই লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ' করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সচেতনতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদানের জন্য 'সুস্বাস্থ্যে-সুশিক্ষা' বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক চর্চা, চারু ও কারুকলা চর্চা বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য হুইল চেয়ার, হেয়ারিং এইড, ক্র্যাচসহ অন্যান্য সরঞ্জাম প্রদান করা হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা যখন দেশে শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করছি তখন বিএনপি-জামাত আন্দোলনের নামে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনকে জিম্মি করছে। ২০১৩ সালে তাদের সহিংসতা ও নাশকতার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা মাসের পর মাস স্কুলে যেতে পারেনি। নির্বাচন বানচাল করতে বিএনপি-জামাত জোট ৫৮২টি স্কুল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল।

স্কুলে যাওয়ার পথে ককটেল মেরে আহত করেছিল কোমলমতি শিশুদের। পাথর ছুঁড়ে স্কুল শিক্ষিকাকে হত্যা করেছিল। এই অপশক্তি তথাকথিত অবরোধের নামে চোরাগোপ্তা হামলা, বোমাবাজি, অগ্নিসংযোগ ও পেট্রোলবোমা দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মেরেছে।

মানুষ শিক্ষিত হোক, তারা তা চায় না। তারা শিক্ষাকে ভয় পায়। কারণ, শিক্ষিত-সচেতন মানুষ কখনই তাদের সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি ও অর্থপাচারকে সমর্থন করবে না।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা এমডিজি সফলভাবে অর্জন করেছি। এসডিজি বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছি।

আমি দেশের শিক্ষাখাতের উন্নয়নে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার লক্ষ্যে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ, শিক্ষকবৃন্দ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাই।

আসুন, আমরা দেশ থেকে চিরতরে নিরক্ষরতাকে দূর করি। সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত, জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলি।

আমি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭- এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...